শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট

শ্রেণী -দ্বিতীয়
বিষয়- ইতিহাস
একক -মানুষের দলবদ্ধ জীবন ও লিপির আবিষ্কার
মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাত্রা(37-39পাতা)

দু এক কথায় ,সংক্ষেপে উত্তর দাও
1)মানুষ কিভাবে পশু শিকার করতে যেত ?
উঃদলবেঁধে
2)রাতের বেলায় দলবদ্ধ মানুষ কি করতো?
উঃরাতের বেলায় দলবদ্ধ মানুষ গুহার ভিতরে একসাথে থাকতো। শিকার করে আর ফলমূল কুড়িয়ে যা পাওয়া যেত তা সবাই মিলে ভাগ করে খেত।
3)মানুষ কখন গুহা ছেড়ে নদীর ধারে বাস করতে লাগলো?
উঃচাষবাস শেখার পর চাষের জমি দেখাশোনা করার জন্য মানুষ গুহা ছেড়ে নদীর ধারে বাস করতে লাগলো।
4)নদীর ধারে মানুষ কিভাবে থাকতো ?
উঃসবাই মিলে নদীর ধারে বাস করত। ফসল দেখাশোনা করতো।সেই সময় থাকার জন্য মানুষ বানালো ঘর। সবাই মিলেই চাষের ফসল কাটতো। ফসলকে ঘরে এনে রাখত। সবাই সেই ফসল একসাথে ভাগ করে নিত। এমনকি দলের মধ্যে যদি কোন শিশু জন্মাতো তাকেও সবাই মিলেই লালন পালন করত।
5)কি ধরনের ব্যক্তিকে দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হলো?
উঃদলের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিমান একজন ব্যক্তি যার কথা দলের সবাই মেনে চলবে এমন ব্যক্তিকেই দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হলো।

লিখতে শিখল মানুষ

1)কার সাথে কথা বলা যায়?
উঃকাছের মানুষের সাথে কথা বলা যায়।
2)দূরের মানুষকে কিভাবে মনের ভাব বোঝানো যায়?
উঃদূরের মানুষকে লিখে মনের ভাব বোঝানো যায়।
3)মানুষ কি তখন লিখতে পারতো?
উঃনা, মানুষ যখন লিখতে পারতো না।
4)গুহাবাসী মানুষ অবসর সময় কি করত?
উঃগুহাবাসী মানুষ অবসর সময়ে গুহার দেওয়ালে কাঠ- কয়লা আর গেরিমাটি দিয়ে নানা ধরনের ছবি আঁকতো ।
5)গুহার দেয়ালে মানুষ কিসের ছবি আঁকতো।
উঃগুহার দেয়ালে মানুষ পশুর ছবি পশু শিকারের ছবি এমনকি মানুষের ছবি আঁকতো ।
6)ছবিগুলো থেকে কি বোঝা যেত?
উঃছবিগুলো থেকে মানুষের মনের ভাব বোঝা যেত।
7)লিখতে শেখার পর মানুষের কি সুবিধা হয়েছিল?

উঃলিখতে শেখার পর মানুষ নিজের মনের ভাব দূরের মানুষকে বোঝাতে শিখে ছিল। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছিল।শুরু হয়েছিল পড়াশুনা।

বই ভালোভাবে রিডিং পড়বে.
প্রশ্নোত্তর গুলো ভালোভাবে পড়বে

SRAI

বিঃদ্রঃ

- ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যদি বুঝতে সমস্যা হয়, তবে নিজের বক্তব্য Comment Box- এ পাঠাও।
- নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও যোগাযোগ নম্বর উল্লেখ করবে।
- আমরা সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবো।